

বাসমাহ ফাউন্ডেশনের সারাদেশে ১৫হাজার শীতবস্ত্র বিতরণ

অসহায়, হতদরিদ্র ও শীতপ্রতি মানুষের মাঝে উষ্ণতা ছড়িয়ে দিতে প্রতিবছরই শীতবস্ত্র বিতরণ করে আসছে বাসমাহ। স্বাক্ষরী ও স্বচ্ছ মানুষদের মাঝে হয়তো অতি পবিত্র শীতে উষ্ণতা পেতে চাইলেও তা পাওয়া যায় না। তাদেরকে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে জীবনযাপন করতে হয়। সেসব মানুষদের কথা ভেবেই প্রতিবছর টেকনাফ থেকে তেজগিয়া শহর থেকে গ্রাম, বিশেষ করে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে কমলা ও হুডি বিতরণ করে থাকে বাসমাহ ফাউন্ডেশন। প্রতিবছরের ন্যায় এবারও ১৫হাজারাধিক পরিবারের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করে বাসমাহ ফাউন্ডেশন। ময়মনসিংহ সিং-সিট, রংপুর, সাতক্ষীরা, কক্সবাজার, সিরাজগঞ্জ, লালমনিরহাট, নারায়ণপল্ল

সহ বিভিন্ন জেলাতে বাসমাহ উল্লেখযোগ্যদের মাধ্যমে তা বিতরণ করা হয়। শীতে হতদরিদ্রদের জোগাড়িয়ে যেন অর্থ নেই। শীতে দারুণভাবে কষ্টে থাকা মানুষগুলোর জন্য কিছুটা হলেও স্বস্তির হবে এই সামান্য শীতবস্ত্র। শীতবস্ত্র পেয়ে কক্সবাজার টেকনাফ রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরের ২৬ নম্বর ক্যাম্পের মোঃ রহিম বলেন, প্রতি বছরই বাসমাহ আমাদেরকে শীতবস্ত্র দিয়ে থাকে। শীতবস্ত্র ছাড়াও আমাদেরকে বিভিন্ন সময়ে আর্থ, ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া, মেডিকেল সেবা সহ সকল ধরণের সহযোগিতা করে আসছে, আমরা বাসমাহ ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জানাই।



টেকনাফ রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে বাসমাহ ফাউন্ডেশন।

কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ভয়াবহ আগুনে সর্বশেষ প্রায় ৬শত পরিবার পাশে দাড়াই বাসমাহ ফাউন্ডেশন। ২১ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার নয়াপাড়া ক্যাম্পের এসব হতভাগ্য বাসিন্দাদের মাঝে বিতরণ করা হয় হুডি-পাতিলসহ সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী। সাথে শীত নিবারণের জন্য কমলা বিতরণ করা হয়েছে। আগুন সব কিছু কেড়ে নেয়ার পর থেকে মানবতর দিন কাটাচ্ছিল রোহিঙ্গারা। সাথে শীত কষ্ট বাড়িয়েছিল আরও। সেটা দেখার পর চূপ থাকতে পারেননি বাসমাহ ইউএসএ এর সিইও মীর হোসাইন বাজান সহায়তার হাত।

নয়াপাড়া ক্যাম্পে একটি টিম পাঠিয়ে তাদের দুঃখ-দুর্দশার খোঁজ-খবর নেন তিনি। এরপর আসবাবপত্রের সাথে কমলা বিতরণ করা হয়। বাসমাহ ইউএসএ সিইও মীর হোসেন জানান, আমরা রোহিঙ্গাদের নিয়ে সর্বোচ্চ কাজ করছি। সবসময় পাশে আছি তাদের। রোহিঙ্গাদের জন্য আমাদের টিম দিন-রাত কাজ করছে বলেও জানান তিনি। এদিকে, দুর্দিনে পাশে দাঁড়ানোর জন্য বাসমাহ ফাউন্ডেশন এবং বাসমাহ ইউএসএ সিইও প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে নয়াপাড়া ক্যাম্পের রোহিঙ্গারা।



টেকনাফ রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে ছিন্নমূল নারীদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ ।

গত ২৬-ই জানুয়ারি বিকেল ৪টায় টেকনাফ রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে অবস্থিত ২৬ নম্বর ক্যাম্পে বাসমাহ ফাউন্ডেশন-এর সেলাই মেশিন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১০জন অসহায়, অসচ্ছন্ন নারীকে বিনামূল্যে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয় ।
বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা এবং আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য কাজ করে যাচ্ছে বাসমাহ ফাউন্ডেশন ।
বিনামূল্যে সেলাই মেশিন বিতরণে উপস্থিত ছিলেন, সহকারী সিআইসি, বাসমাহ ফাউন্ডেশন-এর জেনারেল ম্যানাজার জাকারিয়া মির্টু, আঞ্চলিক অফিসের দায়িত্বশীল জাহাঙ্গীর আলম সহ অনেকেই ।
অতিথিরা বক্তব্যে বলেন, বাসমাহ সেলাই মেশিন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের এই শিক্ষাবীরা ৪ মাস প্রশিক্ষণ শেষে নিজেরা পোশাক সামগ্রী তৈরি করে আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা রাখবে ।



নুনেরটেকে বাসমাহ অরুফান সেন্টার ও স্কুল এর উদ্বোধন

গত ২১-ই জানুয়ারি বাসমাহ ইউএসএ- এর সহযোগিতায় নুনেরটেকে বাসমাহ অরুফান সেন্টার ও স্কুল-এর উদ্বোধন করা হয় । নারায়ণপল্ল জেলার মেঘনা নদীর তীরে চরাক্ষণ নুনেরটেক । মেঘনা গহবরে নদীবেষ্টিত নুনেরটেক ও তার আশপাশ এলাকা বেশ অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত ।
এখানে খাদ্য, কর্ম, চিকিৎসা, শিক্ষাসহ অনেক কিছুই অত্যন্ত প্রকট, শহরমুখী মানুষ স্বাভাবিকী হলেও স্থানীয় অনেকেই এখনো বসবাস করেন দারিদ্রের সীমায় । বাসমাহ এখানকার সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়াতে অরুফান সেন্টার ও স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছে ।
অনুরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি বাসমাহ ইউএসএ-এর সিও জনাব মীর হোসেন সাহেব এর প্রতি বার অদমা প্রচেষ্টায় সুবিধাবঞ্চিতরা উপকৃত হচ্ছে এছাড়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি সকল জেনারনের প্রতি যারা এই মহৎ কাজের সাথে



বাসমাহ ফাউন্ডেশন প্রস্তুতকৃত খাবার বিতরণ চলমান..

বিশ্বজুড়ে উদ্যাবহ আকারে ছড়িয়ে পড়া করোনাসাইরাসে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মানুষ, করোনাসাইরাসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় মানুষের মধ্যে সপ্তাহে ২দিন বিনামূল্যে খাবার বিতরণের ব্যতিক্রমী কর্মসূচি পালন করেছেন বাসমাহ ফাউন্ডেশন। সামনের দিনগুলোতে এভাবেই খাবার বিতরণ করে যেতে চায় বাসমাহ ফাউন্ডেশন।

মোহাম্মদপুর, মাদ্রের বাজার বস্তি, সদরবাট, তেজগাঁও রেল স্টেশন, বিমানবন্দর রেল স্টেশন, কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন সহ ঢাকা ও মহানগর-সিংহের বিভিন্ন স্থানে প্রস্তুতকৃত খাবার বিতরণ করে যাচ্ছে বাসমাহ ফাউন্ডেশন টিম। আগামীদিনে সারা দেশের বিভিন্ন স্থানে এই প্রকল্পের মাধ্যমে অসহায় মানুষের কাছে পৌঁছানোর এই খাবার পৌঁছে দেয়ার চেষ্টায় কাজ করে যাচ্ছে বাসমাহ ফাউন্ডেশন।



রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ফ্রি চিকিৎসাসেবা প্রদান করছে বাসমাহ ফাউন্ডেশন

সেবার ব্রত শিরে হিন্দুল ও অসহায় মানুষের বিশালমুখে সেবা দিতে যাচ্ছে বাসমাহ মেডিকেল টিম। বাস্তবচরিত্র রোহিঙ্গা শরণার্থীদের স্বাস্থ্য সেবার পাশাপাশি সচেতনতায় জ্ঞান পরিমিত কাউন্সিলিং করছে বাসমাহ মেডিকেল টিম, আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমাদের দাতাদের প্রতি এবং

করোণার এই প্রাদুর্ভাবের বাবা ভয়কে জয় করে চিকিৎসা সেবার সাহসের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন, সেই সব চিকিৎসক দোক্তাদের কাতারে শামিল হতে পেরে বাসমাহ মেডিকেল টিম গর্বিত ও আনন্দিত! এভাবেই চিকিৎসা সেবার অবদান রেখে চলেছে বাসমাহ ফাউন্ডেশন।



এগিয়ে চলছে বাসমাহ হেলথ কেয়ারের নির্মাণ কাজ

বাসমাহ ফাউন্ডেশনের যোগ্য প্রজেক্ট বাসমাহ হেলথ কেয়ার। এগিয়ে চলছে বাসমাহ হেলথ কেয়ারের নির্মাণ কাজ। ঢাকা-চট্টগ্রামে অসহায়দের শোষণার্থীদের কামিলগঞ্জে শির্দা প্রাকৃতিক পরিবেশে গড়ে উঠছে অসহায় রোগীদের চিকিৎসা সেবার কিন্তু হসপিটাল বাসমাহ হেলথ কেয়ার। হ্যাঁ, বিশালমুখই হবে এখানের চিকিৎসা! বাসমাহ ফাউন্ডেশনের যোগ্য প্রজেক্ট এই হসপিটালে থাকছে অসহায় রোগীদের জ্ঞান সকল ধরনের সুযোগ-সুবিধা। এবং বিশালমুখই সকল ঔষধ ও চিকিৎসা সেবা।



নতুন বছরে বাসমাহ শার্নিং সেন্টারে ড্রেস, নতুন বই-খাতা বিতরণ

করোনাভাইরাসের কারণে বাসমাহ শার্নিং সেন্টার বন্ধ থাকলেও বাসায় নিরাপদে থেকে নিয়মিত পড়াশোনা চালিয়ে যেতে সহযোগিতা করছে বাসমাহ ফাউন্ডেশন। শিশুদের তবিবাং রক্ষায় কল্পবাজার এ অবস্থিত বাসমাহ ফাউন্ডেশনের ৬টি শার্নিং সেন্টার, ময়মনসিংহ ও নুনেরটেক শার্নিং সেন্টার এর শিশুদের মাঝে নতুন বছরে নতুন ড্রেস, বই-খাতা ও প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রী তাদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছে বাসমাহ ফাউন্ডেশন।



নুনেরটেক চরের বিপুল সংখ্যক অসহায় মানুষদের পাশে বাসমাহ ফাউন্ডেশন।

সায়দাবাদ চরের অসহায় পরিবারের কাছে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিয়েছে বাসমাহ, সায়দাবাদ এলাকায় চরদিকের নদী। চরটিতে সামর্থহীন বহু মানুষ এখানে কোনো মতো দু'ছুটো খাবার খেয়েই জীবন যাপন করেন। বর্তমান করোনাকালীন এই সংকটে এখানকার হতদরিদ্র মানুষের অবস্থার কথা বিবেচনা করে গরিব, অসহায় ও হতদরিদ্র এসব মানুষের পাশে দাঁড়াতে ছুটে গিয়েছে বাসমাহ ফাউন্ডেশন। আলহামদুলিল্লাহ ৫০০শতাধিক পরিবারে চাল-ডাল ও সুরক্ষা সামগ্রী সরান প্রদান করা হয়েছে।



ময়মনসিংহে ৪টি গভীর নলকূপ স্থাপন

জীবনধারণের একটি অপরিহার্য উপাদান হলো পানি। তবে বাংলাদেশে বিস্তৃত পানির প্রচুর পরিমাণে অভাব রয়েছে, অর্থ ও সচেতনতার অভাবে সবার জন্য বিস্তৃত ও নিরাপদ পানি পান নিশ্চিত করা সবার জন্য সম্ভব হচ্ছে না। তবে Basmah usa এর অর্থায়নে গুণগতমান, সবার জন্য সহজলভ্য ও টেকসই ব্যবস্থায় নিরাপদ পানির জন্য নলকূপ স্থাপনে কাজ করছে বাসমাহ ফাউন্ডেশন। এবছর ইতিমধ্যে ময়মনসিংহের গৌরীপুরের জনপদে ৪টি নলকূপ স্থাপনে করেছে বাসমাহ ফাউন্ডেশন। নতুন বছরে সবার জন্য নিরাপদ পানির উৎস তৈরিতে আরও বেশী কাজ করে যেতে চায় বাসমাহ ফাউন্ডেশন। এপর্যন্ত সারাদেশে বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৪০টি নলকূপ স্থাপন করেছে বাসমাহ ফাউন্ডেশন। কৃতাভ্যতা জানাই দাতাদের, যাদের অর্থে নিরাপদ পানি পান করছে অসহায় মানুষেরা। হালি ফুটছে গরীব-দুঃখী মানুষের মুখে।



মরহুম রহমাতুল্লাহ সাহেবের পরিবারের পাশে বাসমাহ ফাউন্ডেশন।

করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন জনাব মরহুম রহমাতুল্লাহ সাহেব। পরিবারে স্তরপ পোষণের কেউ নেই। এগিয়ে এসেছে বাসমাহ ফাউন্ডেশন। বাসমাহ ফাউন্ডেশনের সাথে দীর্ঘদিন তিনি কাজ করেছেন। কখনো সলাক্তিত্যার হিসেবে কখনো বা একনিষ্ট কর্মী হিসেবে। দীর্ঘ আট মাস যাবত বাসমাহ ফাউন্ডেশন সহযোগিতা করে যাচ্ছে এই সম্মুখ বোদ্ধার পরিবারকে। নগদ অর্থসহ বিভিন্ন সরঞ্জামাদি প্রদানের মধ্য দিয়ে পরিবারটিকে আগলে রেখেছে বাসমাহ ফাউন্ডেশন।



যোগাযোগ

Phone: +8801709-258625
basmahfoundation@gmail.com

fb.com/basmahfoundation
http://www.basmah-bd.org

সাদিপুর, বতরগর, গোশারগাঁ,
শায়রগঞ্জ, বাংলাদেশ।

